আজকের কাগজ

তারিখ 28 JUN 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

106

বাধ্যতামূলক শিক্ষার হাল

নীলফামারীতে সাড়ে ১৭ হাজার শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না

নীলফামারী, ২৭শে জুন (জেলা বার্তা পরিবেশক)।— নানা সমস্যার কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে নীলফামারী সদর উপজেলায়। সমস্যাগুলো হচ্ছে— ঘরের, আসনসহ আসবাবপত্রের, শিক্ষকের এবং পাঠ্যবইয়ের।

চলতি বছরের শুরুতে সরকারীভাবে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, সদর উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৪৭ হাজার ৯শ'১০ জন। উপজেলা শিক্ষা অফিসের সূত্রমতে তাদের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ৩০ হাজার ৪শ'১০ জন। অর্থাৎ এখনো ১৭ হাজার ৫শ' শিশু—কিশোর স্কুলে যাচ্ছে না। এদের মধ্যে ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা ৩ হাজার ৭শ'৩৫ জন। উল্লেখিত শিশু—কিশোরেরা জেলার সরকারী, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মোট ১শ' ৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে।

বছরের প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হলেও প্রথম শ্রেণীর এখনো ২ হাজার ৮শ'১৩ জন ছাত্রছাত্রী পাঠ্যবই পায়নি। ভর্তিকৃত এসব ছাত্রছাত্রীর বইয়ের চাহিদা ১২ হাজার ৪শ'৯৩ সেট থাকলেও পাওয়া গেছে মাত্র ৯ হাজার ৬শ'৮০ সেট বই। ফলে এই ব্যাপকসংখ্যক শিশু বই ছাড়াই বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে। এছাড়াও বেশ কিছু সরকারী বিদ্যালয় আছে যেগুলোর ঘরদুয়ার কিংবা বসার আসন কিছুই নেই। এসব বিদ্যালয় মেঘ দেখলেই ছুটি দিয়ে দিতে হয়। এ ধরনের ক'টি বিদ্যালয় হচ্ছে ১ নং পুটিহারি, তিলাই জয়চন্ডি, বাবড়িঝাড়, দক্ষিণ বালাপাড়া, কামড়িখোল, কিত্তনিয়াপাড়া; মঙ্গলশি, খোকশাবাড়ী, হরিবল্লব ও ডাঙ্গাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপর আছে শিক্ষক—শিক্ষিকা সংকট।

সদর উপজেলার সরকারী ১শ' ৪টি বিদ্যালয়ে ৫শ' ৪৪ জন শিক্ষক—শিক্ষিকার স্থলে বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ৪শ' ৫ জন। এই উপজেলায় এ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড থেকে জেলা পর্যন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই উপজেলার ইউনিয়ন ও পৌরসভা মিলে মোট ৪৮টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটির দায়িত্ব হলো উপজেলার সকল শিশু—কিশোরকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা এবং ব্যর্থতার জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য এই শাস্তি কমিটি অবহেলার কারণে তাদের ওপরও প্রয়োগ হবে অথবা শিশুর অভিভাবকও পাবেন। কিন্তু এই ৬ মাসে এখনো ১৭ হাজার ৫শ' শিশু—কিশোর শিক্ষার বাইরে রয়েছে। এজন্য কেউ শাস্তি পায়নি বা কেন তারা বিদ্যালয়ে আসেছে না সে ব্যাপারে কোন পর্যালোচনা মিটিং হয়নি। তবে উপজেলা শিক্ষা অফিসের সূত্রমতে পাঠ্যবই সংকট, আসন ও ঘরের সমস্যা এবং সর্বোপরি শিশুদের অভিভাবকের অর্থনৈতিক সংকটই বড় কারণ। অবশ্য এসব কারণে কাকে শাস্তি দেয়া হবে সে ব্যাপারে কোন উল্লেখনেই।